Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ২৫ মাঘ, ১৪১৯

সি পি আই(এম)-এর ব্রিগেড সমাবেশের আগের দিনের প্রচার মিছিল বর্ধমানে

সমীরণ চৌধুরীর স্মরণসভা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ ফেব্রুয়ারি : একজন মানুষ তাঁর সংগঠন প্রতিভার মধ্যে দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন। সমীরণ চৌধুরীর উদ্যোগে উদয় অভিযান পত্রিকা প্রকাশ। বর্ধমান বইমেলা, সাংবাদিকতা, বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন বর্ধমান সমাচার পত্রিকার সম্পাদক এবং উদয় সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। বর্ধমান শহরে সর্বপ্রথম কেব্‌ল-এ খবর সম্প্রচার। সেই সমীরণ চৌধুরীকে অভিযান গোষ্ঠী, উদয় সংঘ, বর্ধমান সমাচার গোষ্ঠী স্মরণ করলেন বর্ধমান টাউন হলে।

স্মৃতির সরণী বেয়ে সমীরণ চৌধুরীর স্মৃতচারণ করলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী সুনন্দা রায় চৌধুরী, অগ্রজপ্রতিম শ্যামা কুণ্ডু, বন্ধু গৌতম তা, শ্যামল চক্রবর্তী, শুভাশিস দে, ভব রায়, শিবেন মুখোপাধ্যায়, পার্থ যশ, নিখিল চক্রবর্তী, পার্থ চৌধুরী, আবুল হাসান, কুশল দে, সন্তোষ সাহা সিকদার, পার্থ সারথী দত্ত প্রমুখ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন নিরুপম চৌধুরী, সঞ্চালনায় ছিলেন দেবেশ ঠাকুর।

পুলিশ কনস্টেবলের তোলা আদায়—গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নিজেকে সি আই ডি পরিচয় দিয়ে এক পুলিশকর্মী রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোলা আদায় ও মারধোর করার অভিযোগে ধরা পড়ায় এক ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এক লরিচালকের অভিযোগে পুলিশ ওই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। গুসকরা শহরে জাতীয় সড়ক এন এইচ টু-বি ভেদিয়া-গুসকরা সড়কে প্রায়দিনই রাতে এই ধরনের তোলাবাজির অভিযোগ ছিল। ৬ জানুয়ারি গভীর রাতে খন্দেকার খয়রুল ইসলাম নামে আউশগ্রাম থানার এক কনস্টেবল একটি মালভর্তি লরিকে দাঁড় করিয়ে টাকা চায়। টাকা না দিতে চাইলে লরিচালককে মারধোর করে। ওই লরিচালক বীরভূমের মহম্মদবাজার এলাকার আজাহার আলি আউশগ্রাম থানায় আজ সকালে অভিযোগ জানায়। তার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

সিভিক পুলিশের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাতার, ৬ ফেব্রুয়ারি : ভাতার থানার বড়বেলুন গ্রাম থেকে এক সিভিক পুলিশকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভাতার থানার পুলিশ গ্রেফতার করে এবং আদালতে তুলে তাকে নিজেদের হেপাজতে রেখে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চাইছে যে এর সঙ্গে আর কেউ বা কোন চক্র জড়িত আছে কিনা। ভাতার থানার পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পায় যে, এক যুবকের কাছে বে-আইনি অস্ত্র আছে। পুলিশ অতর্কিতে হানা দেয় বড়বেলুনে উত্তম কর্মকারের বাড়িতে। বাড়ি থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে একটি পাইপগান উদ্ধার করে। ধৃত সিভিক পুলিশ উত্তম কর্মকারকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে নিজেদের হেফাজতে রাখার আবেদন জানানো হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সরকারি ট্যাপের রং তৃণমূলের রং-এ রঞ্জিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ ফেব্রুয়ারি : আজ পূর্বস্থলী ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ন'পাড়া গ্রামে ১৮৯.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্মিত একটি জলপ্রকল্পের উদ্বোধন করতে আসেন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। ন'পাড়ায় মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জীর বাল্যকাল কেটেছে। তিনি বক্তৃতায় বার বার বামফ্রন্ট সরকারের ৩৫ বছরের সমালোচনা করলেও নস্টালজিয়ায় ভাসতে ভাসতে বলেন, এখানের রাস্তাঘাট বাড়ি-ঘর এমন পাল্টে গেছে যে তিনি প্রথমে গ্রামটি চিনতেই পারেননি। এলাকার সরকারি ব্যয়ে নির্মিত ট্যাপ কলগুলি তৃণমূলের পতাকার রং-এ রঞ্জিত করা হয়েছে।

কালনায় ধর্ষিতা প্রতিবন্ধী কিশোরীর বাড়িতে মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ ফেব্রুয়ারি : কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, নবাবহাট-এর পর এবার কালনা। ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় কালনার ডাঙাপাড়া গ্রামে ধর্ষিত হল নবদ্বীপ ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্রী ১৫ বছরের এক প্রতিবন্ধী কিশোরী। বাড়িতে সন্ধ্যার সময় সে একাই ছিলো। মা পাশের বাড়িতে দরকারে যায়। তক্কে তক্কে থাকা ছোট্টু মণ্ডল(৩০) বাড়িতে ঢুকে কিশোরীকে ধর্ষণ করে। কিশোরীর চিৎকারে মা ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষণকারী পালিয়ে যায়। মা পূর্বস্থলী থানায় গিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ধর্ষণের দায়ে ছোট্টু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ অভিযুক্তকে কালনা মহকুমা আদালতে তুললে তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। কিশোরীকে হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয় এবং গোপন জবানবন্দী নেওয়া হয়।

এলাকায় ছোট্টু মণ্ডল সক্রিয় তৃণমূলকর্মী। ঘটনা জানাজানি হতেই তৃণমূলি নেতৃত্ব ঘটনা চাপা দেওয়ার জন্য পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৫ ফেব্রুয়ারি কালনা জোনাল মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা কিশোরীর বাড়িতে যান। প্রতিনিধিদলে ছিলেন মহিলা সমিতির সর্বভারতীয় সভানেত্রী অঞ্জু কর, আলেয়া বেগম, বন্দনা দাস, কৃষক সভার রতন দাস, প্রবীর মজুমদার, প্রতিবন্ধী সংগঠনের রহমান সেখ। মা অঞ্জিলা মণ্ডল কাজ করে খান এবং বাবা ইয়াদত মণ্ডল ভ্যান চালক। মহিলা প্রতিনিধিদল বাড়ির মা, বাবার সঙ্গে কথা বলেন ও সমস্ত রকমের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। অঞ্জু কর বলেন, এই সরকার ধর্ষককে শাস্তি না দিয়ে ধর্ষিতাকে চুপ করাতে চাইছে। এলাকার তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও এলাকার মহিলাদের সংগঠিত করে এর শেষ দেখে ছাড়বো। ঘরে বসে চুপ করে থাকার দিন শেষ হয়েছে।

ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্টস্ এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্টস্ এসোসিয়েশনের প্ল্যাটিনাম রজতজয়ন্তী বর্ষে ৫৯ তম রাজ্য সম্মেলন শুরু হল আজ পারবীরহাটস্থিত বর্ধমান শহরের কর্মচারী ভবনে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টাচার্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এই সংগঠনের পূর্বতন 'বঙ্গীয় ওয়ার্ক সরকার সমিতি'র জন্ম হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্ত ১৯৩৯ সালে।

অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে স্বাগত ভাষণ দেন—প্রণব আইচ। বক্তব্য রাখেন ১২ জুলাই কমিটির বর্ধমান জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক রণজিৎ দত্ত। প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ দে। দাবি সমূহ উত্থাপন করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত হন ২১১ জন প্রতিনিধি। আলোচনা করবেন রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সমস্যাগুলি নিয়ে। কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা কালে জানা গেল এ রাজ্যে গত ৩৩ মাস ধরে যে নতুন সরকার এসেছে এই সময়কালে কোনো নিয়মনীতি না মেনে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের হয়রানিমূলক বদলি, অমূলক কারণে শোকজ, সাসপেনশন, পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের ইত্যাদি দমনপীড়ন চলছে। কর্মচারীদের নিয়োগ নীতিগুলি বাতিল করে পি এস সি কে অকেজো করে রেখে গ্রুপ ডি কর্মচারীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রুপ সি, গ্রুপ বি এমনকি গ্রুপ এ পদে কর্মচারীদের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরও পুনর্নিয়োগ করে বেকার যুবক-যুবতীদের চাকুরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কর্মচারীদের ন্যায্য মহার্ঘভাতার একটি বিপুল অংশ বকেয়া থাকলেও কর্মচারীরা তা থেকে বঞ্চিত দীর্ঘ প্রায় তিন বছর। শাসকদলের বশংবদ না হলেই কর্মচারীদের নিত্য হুমকির প্রদর্শন চলছে। তাই তাঁরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে যৌথ আন্দোলনের সর্বসম্মত শপথ নিতে চলেছেন সম্মেলনের মঞ্চ থেকে।

আগামীকাল বক্তব্য রাখবেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মৃণালকান্তি চক্রবর্তী।

রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব ২০১৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগেও বর্ধমান শহর কমিটির প্রযোজনায় দশমবর্ষ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার 'জাগরী' সভাগৃহে (গুডস শেড রোড, বর্ধমান)। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পুরুলিয়ার নির্দিষ্ট সংখ্যক আমন্ত্রিত কবিরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং কবিতা পাঠ করবেন। বর্ধমান জেলার বর্ষীয়ান কবি জয়নাল আবেদিনকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

নতুন চিঠি

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

তৃণমূলি দলতন্ত্র গ্রাস করলো বইমেলাকেও

তৃণমূলিকরণের বিষবাষ্প থেকে রেহাই পেলো না কলকাতা বইমেলাও। তৃণমূল সর্বাধিনায়িকা মমতা ব্যানার্জির গুচ্ছ গুচ্ছ বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে বইমেলার উদ্বোধন হয়, সেই বইমেলায়ই যশোধারা বাগচীর মতো লেখিকার 'পরিযায়ী নারী' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হলো এই অজুহাতে যে বইটির বিষয় রাজনৈতিক। তাহলে মমতা ব্যানার্জীর বইগুলি কি রাজনৈতিক নয়? বইমেলায় বিশাল অঙ্গন জুড়ে 'জাগো বাংলা'র স্টল কি সর্বক্ষণ রাজনৈতিক প্রচার করছে না? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, সাহিত্যকে রাজনীতি-বিবর্জিত হতে হবে, এমন ফতোয়া কি আদৌ বাস্তব এবং গ্রহণযোগ্য?

আসলে, বইমেলায়ও এমন কোনো বই প্রকাশ করা চলবে না, যা শাসক-দলের বিরোধিতা করে বা তাকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলতে পারে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বইমেলার মুখ্য কর্তা তো-তো করে যে যুক্তি দিলেন, তার মর্মার্থ এটাই। এর পরে হয়তো বই প্রকাশ নয়, কোনো স্টলে এমন বইও রাখা চলবে না যা শাসক দলকে সমালোচনা করে বা তাকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর এইভাবেই তৃণমূল দল শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের উপরও দলীয় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্লজ্জভাবে এগিয়ে চলেছে। বিরোধী দলও সমালোচনা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য শর্ত। আর যে রাজনীতি এই সবকিছুকে গ্রাস করে নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাকেই একমাত্র লক্ষ্য করে তোলে এবং তার জন্য যে-কোনো দমন-পীড়নের পথকেই যথার্থ বলে মনে করে, তারই নাম ফ্যাসিবাদ। এ রাজ্যে বিরোধী দলের চিহ্নমাত্র রাখা হবে না, বিধানসভা-লোকসভা-রাজ্যসভায় একটি আসনও পেতে দেওয়া হবে না কোনো বিরোধী দলকে—এই জাতীয় ঘোষণা ফ্যাসিবাদেরই কণ্ঠস্বর। বইমেলার এই ছোট ঘটনার মধ্যে সেই বিপুল বিপদেরই অশনি সঙ্কেত দেখা গেল।

সামনের লড়াই তাই এই ফ্যাসিবাদের পদসঞ্চারকে স্তব্ধ করে গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করার লড়াই।

কমিউনিকেশন টেকনোলজি নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সেমিনার

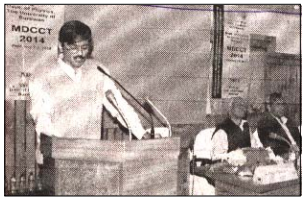

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ ফেব্রুয়ারি : আই ই টি ই বর্ধমান সাব সেন্টার ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ২ দিনের জাতীয়স্তরের আলোচনাচক্র শুরু হলো গোলাপবাগে। কমিউনিকেশন টেকনোলজিতে মেটিরিয়াল, ডিজাইন এবং সারকিটস বিষয়ক এই সম্মেলনে জাতীয় স্তরের ৪৭ জন নব-বিজ্ঞানী মত বিনিময় করবেন।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ এস এন যোশী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাটা ইন্সটিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী নবকুমার মণ্ডল, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবন্ধক শ্রীপতি মুখার্জী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান শুভাশিস দাস, আই ই ই টির চেয়ারম্যান এস কে রায় প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আই ই ই টির সাবসেন্টারের আহ্বায়ক ডঃ অনিন্দ্য বোস।

এক ডজন প্রশ্ন

১. মোনাকো দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
২. গ্রিস কোথায় অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৩. কোথায় কবে প্রথম কাগজের টাকার প্রচলন হয়েছিল?
৪. শ্রীলঙ্কা দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৫. ভারতে প্রথম ইস্পাত কারখানা কোথায় হয়? কবে উৎপাদন শুরু হয়?
৬. ফেসবুক কবে কে চালু করেন?
৭. কলকাতার রাজভবনের ভিত্তিপ্রস্তর কবে স্থাপিত হয়েছিল?
৮. অক্সিজেন কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম ও মৃত্যু হয়?
৯. নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১০. কালাজ্বরের প্রতিষেধক কে আবিষ্কার করেন? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
১১. গ্রিনল্যান্ড দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায় কোথায়?
১২. গ্রানাডা দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

জ্বলিতেছে যে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে

বৈশম্পায়ন উবাচ

চিরন্তন বাচস্পতি

সম্প্রতি বঙ্গপ্রদেশে কলকাতা নগরীর বুকে ব্রিগেড প্যারেড নামক মহাপ্রসার প্রান্তরে কয়েক দিবসের ব্যবধানে দুইটি বৃহদাকার জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমটিতে শাসকদলের মহানেত্রীর মহোল্লাসে ঘোষণা— এই রাজ্য হইতে বিরোধীরা যেন আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে ১টিও আসন না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবেক। তাঁহার 'দামাল' অনুগামীরা এই ব্যবস্থা করিবে এবং নেতাজির আহ্বান 'দিল্লি চলো'র ন্যায় উচ্চকিত বার্তায় আগামী দিনের ভারতবর্ষের রাজ্যপাট তিনি এবং তাঁহার দলই নিয়ন্ত্রণ করিবে। যদ্যপি, দাঙ্গাবাজ যাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তথাপি সংঘ-পরিবারের মনোনীত ভা. জ. পা. র প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী শ্রীযুক্ত 'নমো'কে তিনি যে পুষ্পস্তবক প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বিস্মৃত হন নাই। শুধু তাহাই নয়, কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভা. জ. পা. নিয়ন্ত্রিত এন. ডি. এ সরকারের মন্ত্রীরূপে তিনি পর্যায়ক্রমে উভয় দলের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তাঁহার রাজনৈতিক জীবনকে কতদূর মহিমান্বিত করিয়াছিলেন, ইতিহাসই তাহার বিচার করিবে।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন কহিলেন— সবকিছু অনুধাবন করিয়া বিস্মিত হইতেছি। জনৈক রসিক শ্রোতার মন্তব্য—ইহাতে আর আশ্চর্যের কীই বা আছে। রণে এবং প্রেমে যে কোনও নৈতিকতার ভূমিকা নাই, তাহা তো রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসির কাহিনি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত বারংবার পরিলক্ষিত হইতেছে।

তদনন্তর সঞ্জয় তাঁহার দূরদর্শনে দেখাইলেন যে দ্বিতীয় সভাটিতে ভা. জ. পা. প্রার্থী 'নমো' এবং তাঁহার পার্ষদগণ, উক্ত দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মহোদয় বঙ্গের বাম-শাসনের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি বিষোদ্‌গার করিয়া মহানেত্রীর কেন্দ্রীয় ঋণ মকুব করিবার আরজিকে সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত 'নমো' ৩টি লাড্ডুর কথা বলিলেন— (এক) বঙ্গপ্রদেশে যে সরকার চলিতেছে, তাহা চলুক। (দুই) কেন্দ্রে তিনি প্রধানমন্ত্রী হইলে এই রাজ্যে আরও উদিত সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ ঘটিবে। (তিন) রাষ্ট্রপতি প্রণবদা এই রাজ্যেরই মানুষ। তিনি মাথার উপরে থাকিবেন। (মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল নহে। তাঁহার দল যে বর্তমান রাষ্ট্রপতিকে পরাজিত করিবার মানসে সে শ্রীযুক্ত সাংমা মহোদয়কে প্রার্থী করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গ এবং সমগ্র ভারতের মানুষ কদাপি বিস্মৃত হইবেন না।) যাহা হউক, কংগ্রেস ভাজপা এবং বঙ্গীয় শাসকগোষ্ঠীর 'কর্পোরেট' এবং সাম্রাজ্যবাদ তোষণকরণ অর্থনীতি এবং জনগণকে শোষণ, বঞ্চনা করিবার মারণনীতি যে এক এবং অভিন্ন, তাহা এই দুইটি মহাসমাবেশ এবং কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের অনুসৃত আচরণেই প্রকট হইয়াছে। সঞ্জয় আরও জানাইলেন যে বামপন্থীরাও ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখে রবিবার একটি মহাসমাবেশের আয়োজন করিয়াছেন। তাহার প্রস্তুতি চলিতেছে।

বৈশম্পায়ন জিজ্ঞাসিলেন— তৃতীয় মোর্চার কথা বলা হইতেছে। তাহার অবস্থান কীরূপ? উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন—দেশের বিপন্নতার মূল কারণগুলি অনুধাবন করিয়া তাঁহারা সংসদের ভিতরে সাধারণ অভিন্ন নীতিগত অবস্থানে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন এবং সংসদের বাহিরে ১১ টি জাতীয় ও আঞ্চলিক দল মিলিত হইয়া একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং দেশের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কে প্রধানমন্ত্রী হইবেন, তাহা লইয়া ইহারা বিড়ম্বিত নন। সাম্প্রদায়িক এবং গণতন্ত্র-বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থেই এই তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন— 'দিল্লি দূর অস্ত'। কিন্তু বঙ্গপ্রদেশে বাহুবলী এবং অর্থবলীদের যে ভয়ঙ্কর ভূমিকা রাজ্যসভার নির্বাচনে পরিলক্ষিত হইল, তাহাকে একটি অশনিসংকেত বলা যাইতে পারে।

চাণক্য কহিলেন— হে মহাত্মন। বিস্ময়ের কারণ নাই। মহাভারতে দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্মসহ অনেকেই কৌরবদিগের অন্নদাস ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম-নৈতিকতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেন নাই। কিন্তু অর্থের প্রলোভন, ভয়ভীতি এইযুগে যে অধিক অনর্থ ঘটাইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

জনৈক রসিক শ্রোতার টিপ্পনী— 'লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন'। অধুনা 'সারদা' সহ অনেক চিট্‌ফাণ্ডের অর্থ বঙ্গীয় শাসকগোষ্ঠীর করতলগত হইয়াছে। অধিকন্তু, বিগত রাজ্যসভায় ঝাড়খণ্ড হইতে নির্বাচিত প্রথম পরাক্রান্ত জনৈক বিত্তশালীর অমেয় ধনসম্পদের আনুকূল্যে এই রাজ্যেও তাঁহার নিশ্চিত বিজয়ের ডংকা বাজিয়াছে। সর্বভারতীয় মহাসচিব যথেষ্ট কুশলতার সহিত কংগ্রেস, এমনকি বামফ্রন্টের কয়েকজন বিধায়ককেও ক্রয় করিয়াছেন। ইহাকে House-trading বা অশ্ব-ক্রয়- বিক্রয় বাণিজ্য বলা হয়।

জনৈক ভারততত্ত্ববিদ সমাজবিজ্ঞানী কহিলেন—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ইহা নূতন কিছু নহে। আপনারা অবশ্যই অবহিত আছেন যে যখন শ্রীযুক্ত পামুলামূর্তি বেঙ্কট নরসিমা রাও মহোদয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁহার দল সংখ্যালঘু হইলে বেশ কয়েকজন সাংসদকে অন্যদল হইতে ক্রয় করিয়া তাঁহার এবং দলের সংকটমোচন করিয়াছিলেন। আপনারা হরিহরছত্র কিংবা বঙ্গপ্রদেশের পাণ্ডুয়া, মায়াপুর ইত্যাদি স্থানে যেরূপ নানা পশুর ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা দেখিয়াছেন, এই দুর্ভাগা দেশে সেইরূপ নির্বাচিত সাংসদ এবং বিধায়কদের কেহ কেহ অকুণ্ঠচিত্তে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকে। ইঁহারা মহাজনকথিত 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়' জপ করিতে করিতে, গণ্ডার দিগের দুর্ভেদ্য চর্মের অপেক্ষাও নির্লিপ্তির বর্ম ধারণ করিয়া মস্তিষ্ক, বিবেক সকল কিছুই জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। বঙ্গপ্রদেশে রাজ্যসভার নির্বাচনে তাহাই ঘটিয়াছে। অর্থের এমনই মহিমা!

তদনন্তর বৈশম্পায়ন কহিলেন— অর্থের প্রসঙ্গ যখন উত্থাপিত হইল, তখন আপনাদিগকে কয়েকটি বিষয় জানাইতে চাহিতেছি। প্রখ্যাত কবি-নাট্যকার সেকস্‌পীয়র অর্থ-সম্পদ প্রসঙ্গ বলিয়াছেন— 'Visible God' অর্থাৎ দৃশ্যমান ঈশ্বর। ষড়রিপুর বশীভূত যাহারা, তাহারা যে অক্লেশে এই দৃশ্যমান ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহার কথার সমর্থনে জনৈক গবেষক বলিলেন— যথার্থ। কার্লমার্কস মহোদয় বলিয়াছিলেন যে অর্থ সম্পদই হইল 'the most powerful chemical in the society' অর্থাৎ এক শক্তিশালী রসায়নের অনুঘটক হিসাবে যাঁহারা মুকুলায়িত হইয়া তাল-বেতালের সাধনায় নিমজ্জিত হইবেন এবং সামাজিক শুভ মূল্যবোধকে কলুষিত করিবেন, বঙ্গীয় দলত্যাগী বিধায়কেরা তাহাদেরই উত্তরসাধক। আপনারা অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন। সুতীব্র শ্লেষের সহিত লেখক এই রচনায় 'মুদ্রাদেবী'র অমোঘ মহিমার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রাজ্যে অনেকানেক গৌরী সেনেরা তাঁহাদিগের 'মুদ্রাদেবী'র আরাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া একটি অন্ধকার যুগের আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন— কিন্তু এই নৈরাশ্য, এই কদর্যতা এবং হিংস্রতার বিরুদ্ধে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যাহারা সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে, সেই সব অগ্রগামী কালের পথিকগণের বিশ্বাসের কথা বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁহার একটি কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তাহা উচ্চারণ করিতেছি—

'জ্বলিতেছে যে মশাল অন্ধকারে তাদের হাতে!
সমুদ্র দাঁড়াতে পারে—পারি নাকো আমরা দাঁড়াতে!
পৃথিবী ঘুমাতে পারে— আমাদের চোখে ঘুম নাই!
নক্ষত্র নিভিতে পারে — আমরা যেতেছি তবু জ্বলে!
আমরা বাতাস হয়ে চলিতেছি দিকে দিকে বয়ে!
সময়ের সাথে সাথে আমরা সময় হয়ে হয়ে
যতদিন জেগে আছি এমনি জাগিতে শুধু চাই!
আমরা চলিতে চাই—আকাশ বাতাস পায়ে দলে!"

(আমরা)

আসুন। আমরা সকলে জাগিয়া থাকি।

পাঠকের কলম — **মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব**

রাসবিহারী বসুর মামাবাড়ি সুবলদহ গ্রাম নয়

গত ২৭ জানুয়ারি, ১৪ সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে তথ্যভ্রান্তি আছে। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অসুস্থ শরীরে লিখলাম।

রাসবিহারীর জন্ম সুবলদহ গ্রামে এই তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক। বলা হয়েছে পরবর্তীতে 'আসলে সুবলদহ গ্রাম ছিল তাঁর মামার বাড়ি'— ইহা ঠিক নয়। রাসবিহারীর জ্যেঠামশাই ছিলেন অভয় বসু। রাসবিহারীর বাবার এক কাকাও ছিলেন, তিনি অল্প বয়সে মারা যান। রাসবিহারীর ছোটবেলায় মাতৃবিয়োগ হয়। সেজন্য তিনি চন্দননগরে মাতুলালয়েই থাকতেন, লেখাপড়াও সেখানেই। পরবর্তীতে বৈপ্লবিক সংযোগে চন্দননগর প্রবর্তক সংঘ প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী ও বিপ্লবী মতিলাল রায়, যতীন মুখার্জী (বাঘাযতীন) প্রমুখ মহান স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সান্নিধ্যে আসেন। অভয় বসুর পুত্র-পৌত্রাদিগণ অবশ্য সুবলদহে থাকতেন। অভয় বসুর একমাত্র সন্তান ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি একশত পাঁচ বৎসর বেঁচে ছিলেন এবং তিনি রাসবিহারীর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। নগেন বসুর তিন ছেলেরা ভালো চাকুরি-ব্যবসাদি করে অর্থ উপার্জন করেন। কলকাতা, বর্ধমান, পাণ্ডুয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে বাড়ি করে বসবাস করেন। নগেন্দ্রনাথ ডাক বিভাগের পদস্থ কর্মী ছিলেন। প্রচুর জমিজমা করেন। দেশের বাড়িতে বসু পরিবার না থাকায় তা ধ্বংস হয়ে যায়, যদিও ভিটা আছে এবং তার রেকর্ড আছে, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত ঐ পরিবারের পরিজনেরা সুবলদহ গ্রামেই থাকতেন। বড়বৈনান উচ্চতর বিদ্যালয়ের ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য বসু পরিবারের অংশীদারের জমি প্রদত্ত হয়।

আশা করি পরবর্তী সংখ্যায় আপনি অনুগ্রহ করে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিবেন।

—বাসন্তী সরকার
রায়না, বর্ধমান

আগু পিছু দেখে চ!

শিবানন্দ পাল

—তাহলে এম এল এ ফাটাকেষ্ট এবার সাংসদ হল রে!

—হ্যাঁ গো! সেইটাই তো বড় বুকে লাগছে।

—বুকে লাগছে কেন রে! তোদের তো ফূর্তি হবার কথা।

—ফূর্তি কেন?

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন রাজ্যসভায় শচিন তেণ্ডুলকরের পাশে গিয়ে বসবেন!

—তা যা বলেছ! কিন্তু এবারে চমক কী বলো তো?

—কী? জানতে চাইলাম আমি।

ব্রজদা বললেন, বাম শিবিরে ধসের কথা বলছিস?

—ধস কী বলছ গো! বল, ঘোড়া কেনা-বেচা!

—ঘোড়া কেনা-বেচা?

—নয় তো কী? বিদেশ থেকে বিমানযোগে সরাসরি কলকাতায় নেমে বিধানসভায় সোফায় ঘুমিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন এক বিজয়ী প্রার্থী। এঁরা দেশের আপামর জনসাধারণের কী উপকার করবে?

—এটাই তো এদেশের ট্র্যাজেডি। মানুষ একরকম ভেবে তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলো, আর ওঁরা বিধায়ক সাংসদ হয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিলেন।

—ঠিক বলেছো। এক বা দুই নয়, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের পাঁচ পাঁচজন বিধায়ক ভাঙিয়ে নেওয়া চাট্টিখানা কথা নয়।

—কংগ্রেসের কথা আর বোলো না। ওরাই তো এইসব শিখিয়েছে!

—কাগজে লিখেছে মমতার বাজার সরকার এই দুদিনের বাজারে ঘোড়া কেনাবেচা করতে পুলিশকেও লাগিয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ সমগ্র বঙ্গদেশ ঘুরে ঘোড়া খুঁজে বেরিয়েছে।

—তবে আমার একটা কথা আছে। ক্যাবলা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে বলল।

গগনদা জানতে চাইলেন—কী কথা বলে ফেল।

—এত খুঁজেও কিন্তু লাল ঘোড়া পাইনি একটিও।

—কেন কেন, তিন তিনজন বামেদের বিধায়ক ঘোড়া কেনাবেচায় অংশ নিয়েছেন।

—ওগুলো দো আঁশলা! টাকা আর পদের লোভে বিকিয়েছে।

—কিন্তু ব্রজদা! গগনদা এবারে বললেন, বাংলার সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেল। অন্য রাজ্যে বেড়াতে গিয়ে মুখ দেখাবো কেমন করে?

—কেন? প্রতিদিনের এত ধর্ষণের রেকর্ডেও বুঝি তোদের মুখে চুনকালি পড়েনি?

—কী আর বলবো বলো তো! সকলে যদি মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নযজ্ঞে সামিল হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে আগু পিছু ওদের কড়া নজরদারিতে রাখা হল কেন?

—টাকা পয়সার লেনদেন অঙ্কে ভোটের ছাপ যদি গোলমাল জায়গায় পড়ে যায় তাই আর কি! প্যালা বলল।

ক্যাবলা বলল, তার মানে মাথা ঘুরে যাবে!

—এ রাজ্যে তো এখন সততার লেবেল এঁটে চলছে যত অসৎ কর্মযজ্ঞ। এই ঘটনা নজিরবিহীন। অতীতে কখনও হয়নি এমন। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন শুরু হল তৃণমূলের হাত ধরে। এলাকার মানুষ এর জবাব চাইবেন। মানুষ গরু ছাগল নয়, সবই দেখছেন। সরকারি প্রভাব খাটিয়ে ওই সব বিধায়কদের গাড়ি করে নিয়ে আসা। পাহাড়া দিয়ে ভোট দেওয়ানো—এরপর জনগণ ওদের বিশ্বাস করবেন? মালদার বিধায়ক তো দেখছি আরো এক কাঠি ওপরে। দলের প্রার্থীকে ভোট দিলেও তাতে স্বাক্ষর করে ভোট বাতিল করিয়েছেন। শেম্! শেম্!

গগনদা বললেন, তুমি দেখো ব্রিগেড এর উচিত জবাব দেবে।

—দেবেই তো। ব্রজদা বললেন, শুধু ব্রিগেড কেন, ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচন দেখবি কেমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। মানুষ এবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

—দেওয়ালে পিঠ ঠেকলে যা হয়। তুমি তাই বলতে চাইছো তো! প্যালা বললো।

গগনদা বললেন, শুধু দেওয়ালে পিঠ! এইভাবে যদি ঘোড়া কেনাবেচা হয়, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে নিয়ে ছেলেখেলা মানুষ সহ্য করবে না! নির্যাতিতা যখন নিরুপায় হয়ে পুলিশের নিদ্রাভঙ্গ করছে, পুলিশ জানতে চাইছে তুমি কোন পার্টি করো!

—নির্যাতিতা নারী এরাজ্যে পুলিশ প্রশাসন কারোর কাছেই সাহায্য পাচ্ছে না। এবার যদি তাঁরা মা-কালীর খাঁড়া হাতে নেয়—দামাল ছেলেদের খুঁজে পাওয়া যাবে তো!

ব্রজদা বললেন, তাই নিতে হব! আর তো সহ্য হয় না। এ রাজ্যে এই সব হৈ-চৈয়ের মধ্যে দাঁও মারতে চাইছে বিজেপি। সততার প্রতীকের সঙ্গে সমঝোতা করে তারাও ব্রিগেড ভরিয়ে টাকা তুলেছে। সমঝোতা এক্সপ্রেস, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ, আজমেড় শরিফে বিস্ফোরণের নেপথ্যে যে আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবতের হাত ছিল একটি ইংরাজি পাক্ষিক পত্রিকায় এমনই দাবি করেছেন স্বামী অসীমানন্দ। তারা সেই সাক্ষাৎকারের অডিও টেপ প্রকাশও করে দিয়েছে। তবু কেন্দ্রের মনমোহন সিংয়ের সরকারের কোনও প্রতিক্রিয়া পেয়েছিস? এসব কিসের লক্ষণ?

—ভোটের! ক্যাবলা বলল।

ব্রজদা বললেন, তাহলে বুঝতে পারছিস ভোট বড় বালাই! সেই ভোট নিয়ে এরা ঘোড়া কেনবেচা করে— এদের চিনতে কিছু অসুবিধা আছে!

—মোটেও না। চলো আগামীকাল আগে ব্রিগেডটা ঘুরে আসি। তারপর এসবের মোকাবিলা করতে হবে।

—ঠিক বলেছিস! ব্রিগেড হল স্পিরিট। ওখান থেকে ঘুরে এসেই ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিতে হবে। পুলিশকে বলতে হবে... পুলিশ তুমি যতই মারো ...!

—বলতে হবে— মানুষ কেনা যায় না, কেনা যায় গরু-ছাগলকে!

—গরু-ছাগলকে! গগনদার কথায় সায় দিয়ে চিৎকার করে উঠলো প্যালা, ক্যাবলা। ওদের সঙ্গে আমিও।

ব্রজদা বললেন, আস্তে! আস্তে পিছু দেখে চ!

প্যালা ক্যাবলার সাথে আমিও বলে উঠলাম— আগু পিছু দেখে চ!

আলুতে নাবি ধসা নিয়ে উদ্বেগে চাষিরা : বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ ফেব্রুয়ারি : আলুতে নাবিধসা, চাষির কপালে চিন্তার ভাঁজ। ভরা আলু গাছ এখন বাদামী হয়ে যাচ্ছে। ছত্রাক জাতীয় এই রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সচেতন চাষিরাও ছত্রাকরোধে ওষুধ স্প্রে করছে। তবে সুখের কথা আবহাওয়া বেশি প্রতিকূল না হওয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি।

জেলাতে এবার ৭২,২৮০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। গতবারের থেকে এবার বেশি। মেমারি, জামালপুর, কালনা, পূর্বস্থলী, রায়না, খণ্ডঘোষ প্রভৃতি এলাকায় আলু চাষ হয়। আলু চাষে পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান দ্বিতীয় স্থানে। শেষের দিকে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় এবার আলু চাষ দেরিতে হয়েছে। দেরিতে চাষ এবং রাতে ঘন কুয়াশার দরুন নাবি ধসার আক্রমণ বলে কৃষি বিশারদদের ধারণা। তবে আবহাওয়া আলু চাষের প্রতিকূল না হওয়ায় ব্যাপক আকার নেবে না। তবে স্প্রে অবশ্যই করতে হবে। আলু চাষে এখন কোথাও ৪টি অথবা ৫টি সেচ হয়ে গেছে। আলু ওঠা পর্যন্ত ৮-৯টি সেচ লাগে। এখন গাছের তলায় আলু এসে গেছে। ৬০ দিনের বেশি চারাগাছ হয়েছে।

সাতগাছিয়ার মাধব পণ্ডিত প্রায় ৪ বিঘা জমি চাষ করেছে। তার মধ্যে তিন বিঘা নাবি ধসা ধরেছে। গতবার দু'মুখ সমান হলেও এবার যদি ধসার রোধ করতে না পারে তাহলে ফলন কমে যাবে, লোকসানের মুখ দেখতে হবে। জামালপুরের সুকুমার সাহা ৫ বিঘা চাষ করেছেন। তারও নাবি ধসা লেগেছে। এখন উদ্বেগ আছেন তিনি। বিঘা পিছু আঠারো হাজার ধারকর্জ করে চাষ করেছেন। শুধুমাত্র নাবিধসা আটকাতে ৪ বিঘা জমিতে পাঁচ হাজার টাকা ওষুধের খরচ হয়েছে। এর ওপর দাম না পাওয়া গেলে পথে বসতে হবে।

বিঘা পিছু গড়ে ৮০ বস্তা আলু উৎপাদন হয়। ২৫০ টাকা বস্তা (৫০ কেজি) হলে দু'মুখ সমান হবে। ৩০০ টাকা বস্তা বিক্রি হলে লাভের মুখ দেখবে। এখন আবহাওয়া যদি হঠাৎ প্রতিকূলে চলে যায় তাহলে ফলন অনেকটাই কমে যাবে। এখনও পর্যন্ত ভরা আলু গাছ নিয়ে চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

নাবি ধসা রোগ আটকাতে বেশ কিছু ওষুধ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম করে ম্যানকোজেব অথবা মেটালক্সিল মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। তাঁদের আরও পরামর্শ স্প্রে করার সময়ে আঠা মেশাতে হবে যাতে করে পাতায় দীর্ঘক্ষণ স্প্রে লেগে থাকে। জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় ঘটক জানান, এখনও পর্যন্ত জামালপুর, খণ্ডঘোষ ও কালনার বেশ কিছু অঞ্চলে নাবি ধসার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। তবে দিনের বেলায় রোদের দেখা মেলায় রোগের প্রকোপ বাড়বে না। আরও পরামর্শ, ধসা লাগলে সেই জমিতে রাসায়নিক সার ও অনুখাদ্য দেওয়া এবং জলসেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে, যাতে

ছত্রাক অন্য জমিতে ছড়িয়ে না পড়ে। এছাড়া যে সব জমিতে এখনও লাগে নি, তার জন্য আগাম সতকর্তারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এজন্য ১ লিটার জলে কপার হাইড্রক্সাইড ২.৫ গ্রাম ক্লোরোথ্যালানিল ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চাষিরা ধারকর্জ করে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে নাবি ধসাকে রুখতে। এখন প্রশ্ন বেশি খরচ করে কয়েকদিন পরে আলু ওঠার সময় দাম নেমে যাবে না তো?

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ৭০ বৎসর

দু-দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দু-দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো সর্বসাধারণের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে। ইস্পাতনগরীর ১ নং বিদ্যাসাগর এভিন্যুতে বি টি রণদিভে ভবনে এক সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান জেলার সভাপতি মৃদুল সেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা ও প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ জীবন রায়। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ মিত্র, রমেন দাস, অভিজিত ঘোষ, সুজাতা ভট্টাচার্য, অশোক দাস সহ বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ উপজাতি নৃত্য পরিবেশন করেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের শিল্পীরা।

সর্বসাধারণের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উদ্‌যাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আশীষতরু চক্রবর্তী ও সুকোমল ঘোষ জানিয়েছেন যে এই প্রতিযোগিতায় সমগ্র বর্ধমান জেলা থেকে ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে স্থানীয় চিল্ড্রেন্স অ্যাকাডেমির শ্যাম ঘোষ ও শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে উপস্থাপিত হয় ১১ টি শ্রুতি ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক ও অন্তরঙ্গ থিয়েটার। সমগ্র বর্ধমান জেলা থেকে মোট ৬টি দল নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দুটি মঞ্চের উদ্বোধন করেন যথাক্রমে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান জেলার সভাপতি ও সম্পাদক মৃদুল সেন এবং অভিজিৎ মিত্র। অনুষ্ঠানে বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট নাট্য-ব্যক্তিত্ব সুনীল দাসকে সংবর্ধিত করা হয়।

শিশু নিকেতন-এর প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ ফেব্রুয়ারি : আজ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। হাজি মহম্মদ মহসীন অবৈতনিক পাঠকেন্দ্রর উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ 'পাঠভবন'-এর অধ্যাপক চঞ্চল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ডাঃ মৈনাক মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ রহমান এবং বিদ্যালয়ের সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ সুর। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুনীল কুমার সাঁই।

নাম/পদবী পরিবর্তন

- I, Sanchari Dey (Bhattacharya), D/o- Swapan Kr. Bhattacharya and w/o - Subhodip Dey resident of 9 S.G. Pallya, C.V.Raman Nagar, Bangalore, PIN - 560093, Karnatak by an affidavit before the Notary Burdwan on 16/07/2013 hereby declare that before marriage I was known as Sanchari Bhattacharya, D/o- Swapan Kr. Bhattacharya after marriage I am known as Sanchari Dey, W/o - Subhadip Dey. Hence I declare that Sanchari Bhattacharya & Sanchari Dey is same and one identical person.

- আমি দিলীপ রাজমল্ল, পিতা - প্রয়াত মুরারী রাজমল্ল, সুভাষপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৯ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার দুই পুত্র যথা মঙ্গল রাজমল্ল ও ছটু রাজমল্ল। দু'জনের নামই জন্মশংসাপত্রে যথা মঙ্গল মাল ও ছটু মাল নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্রদ্বয় যথা মঙ্গল রাজমল্ল, পিতা দিলীপ রাজমল্ল ও মাতা অন্নপূর্ণা রাজমল্ল এবং ছটু রাজমল্ল, পিতা দিলীপ রাজমল্ল, মাতা অন্নপূর্ণা রাজমল্ল নামে সর্বত্র পরিচিত হল।

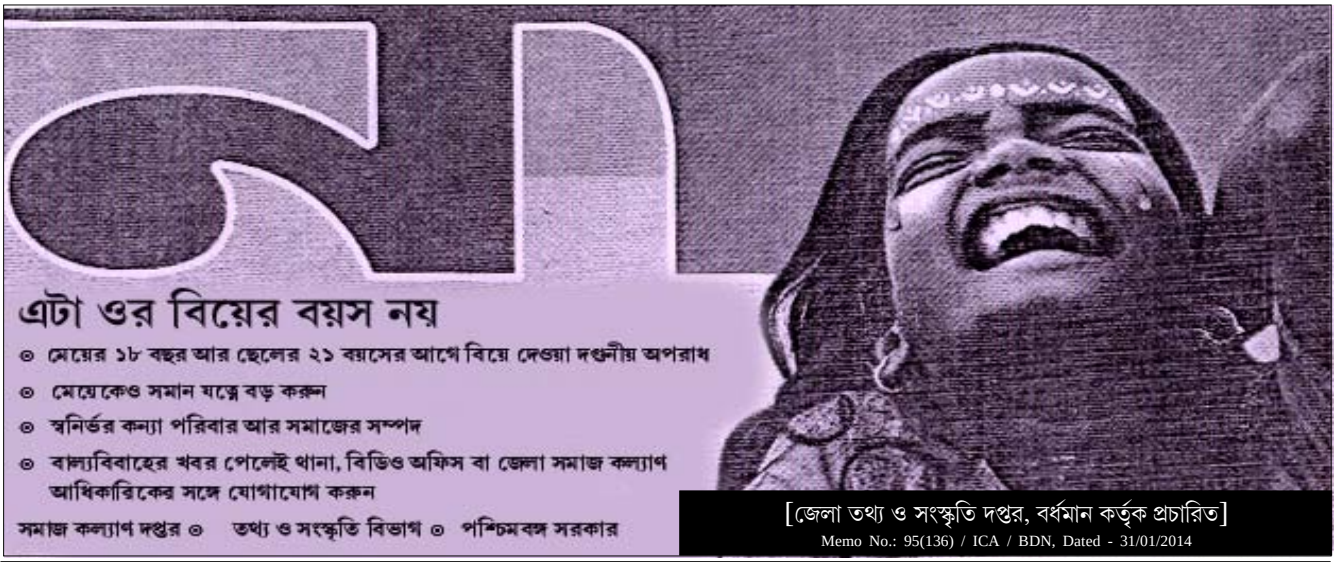

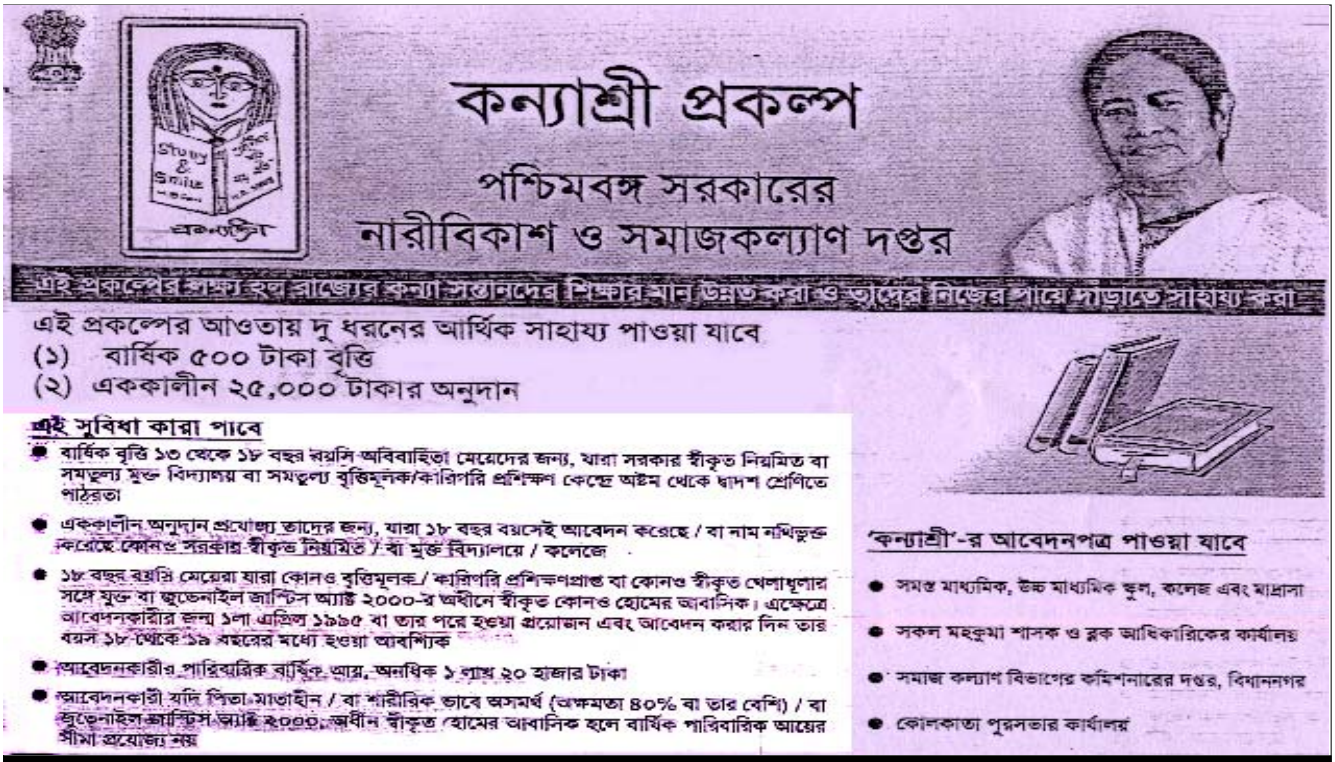

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ইউরোপ মহাদেশে, ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, মোনাকো ভিলে; ২। ইউরোপ মহাদেশে, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০, এথেন্স; ৩। আমেরিকার ম্যাসাচুয়েস্ট রাজ্যে, ১৬৯০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি; ৪। এশিয়া মহাদেশ, ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, কলম্বো; ৫। ভালাই-এ, ১৯৫৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি; ৬। মার্ক জুকেরবার্গ, ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি; ৭। ১৭৯৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি; ৮। বৈজ্ঞানিক মোসেফ প্রিস্টলী, জন্ম ১৩-৩-১৭৩৩, মৃত্যু ১৮০৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি; ৯। ১৯২১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি; ১০। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি; ১১। উত্তর আমেরিকা, ১৯৮১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, নিউক; ১২। উত্তর আমেরিকা ১৯৭৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, সেন্ট জর্জস।

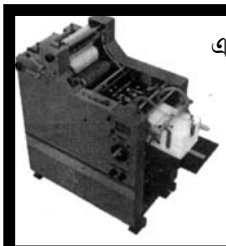
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা